



1248 - চাঁদ উঠার বিভিন্ন উদয়স্থল সংক্রান্ত মতভেদে কী বিবেচনাযোগ্য? এ ব্যাপারে অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মুসলিম কমিউনিটির করণীয়

প্রশ্ন

আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে বসবাসরত কিছু মুসলিম ছাত্র। প্রতি বছর রমজান মাসের শুরুতে আমরা একটি সমস্যার মুখোমুখি হই। এ সময় স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১. প্রথম দল: তারা যে দেশের স্থায়ী বাসিন্দা সে দেশে চাঁদ দেখার খবরে ভিত্তিতে রোজা শুরু করে। ২. দ্বিতীয় দল: যারা সৌদি আরবে রোজা রাখা শুরু হলে সিয়াম পালন শুরু করে। ৩. তৃতীয় দল: যারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম ছাত্র ইউনাইটেড পক্ষ থেকে নতুন চাঁদ দেখার খবর পৌঁছলে রোজা রাখে। এ ছাত্র ইউনাইটেড যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে চাঁদ দেখার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা দেশের কোন এক স্থানে চাঁদ দেখলে সে খবর বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে পৌঁছে দেয়। তাদের খবরে ভিত্তিতে গোটো যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান একই দিন রোজা পালন শুরু করে; যদিও শহরগুলোর মাঝে দূরত্ব অনেক। এক্ষেত্রে সিয়াম পালন, চাঁদ দেখা ও এ সংক্রান্ত খবরে ব্যাপারে কারা বেশি অনুসরণযোগ্য? দয়া করে এ ব্যাপারে আমাদেরকে ফতোয়া দিন; আল্লাহ আপনাদেরকে সওয়াব দিবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক: স্থানভেদে নতুন চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল থাকার বিষয়টি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিদ্বারা অবধারণভাবে জ্ঞাত। এ ব্যাপারে কোন আলমে দ্বিমত করেনি। সে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল কী বিবেচনাযোগ্য; নাকি বিবেচনাযোগ্য নয়- তা নিয়ে আলমেগণ মতভেদে করছেন। দুই: ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল ও তা বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি তাত্ত্বিক মাসালা। এতে ইজতহিদরে সুযোগ রয়েছে। ইলম ও দ্বীনদারবিবেচনাযোগ্য আলমেদরে এ ব্যাপারে মতভেদে করার অবকাশ আছে। এটি এমন একটি গ্রহণযোগ্য মতভেদে যে ব্যাপারে সঠিক মতপ্রদানকারী (মুজতাহিদ) দুইবার সওয়াব পাবেন- ইজতহিদ করার সওয়াব ও সঠিক মত প্রদান করার সওয়াব এবং ভুল মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ)ও ইজতহিদ করার জন্য একটি সওয়াব পাবেন। এই মাসালাতে আলমেগণ দুটি মত ব্যক্ত করছেন:

-তাদেরকে উকুউভিন্নভিন্নউদয়স্থলবিবেচনা করছেন

-আর কুউ কুউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেননি



তাদের উভয়পক্ষ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল দিয়েছেন। এমনকি একই দলিলউভয় পক্ষ তার মতরে পক্ষবেষবহার করছেন। কারণ সবে দলিলটি উভয় মতরে পক্ষে দলিল হিসেবে পশে করা যায়। যমেনআল্লাহর তাআলার বাণী:

[يسألونك عن الأهلة فلهم مواقيت للناس والحج] (2 البقرة: 189)

“লোকেরো আপনাকে নতুন মাসরে চাঁদসম্পর্কে জিজ্ঞেসে করে। আপনি তাদেরকে বলে দিনিএটা মানুষেরে (বভিন্নি কাজ-কর্মেরে)এবং হজ্জেরেসময় নরিধারণ করার জন্য।” [২ সূরা আল-বাক্বারা:১৮৯]এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এরবাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ( الحديث )

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা শুরু কর এবং সটো (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছেড়ে দাও।”[সহহি বুখারী(১৯০৯)ও সহহি মুসলিমি (১০৮১)]উভয় পক্ষে এ মতভদেরে কারণ হল প্রত্যকে পক্ষদলিলটিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙুকি বুঝেছেন এবং মাসালা নরিণয়রে ক্ষত্রে আলাদা আলাদাপথ অনুসরণকরছেন।

তনি: জ্যোতরিবদিয়ার গণনার মাধ্যমে নতুনচাঁদ সাব্যস্তকরণ ও এ ব্যাপারে বরণতি কুরআন-হাদসিরে দলিলগুলো আলমেগণরে পরষিদ পর্যালোচনা করছেন এবংতাঁরাএব্যাপারপূর্ববর্তী আলমেগণরেসকল বক্তব্য অবগত হয়ছেন।পরশিষে তাঁরা সর্বসম্মতকিরমে এ সদিধান্তে পৌঁছেছেন যে, শরয়ি বিধিবিধান পালনরে জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষত্রে জ্যোতরিবজিঞনরে হিসাবগ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদেরে দলিল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এর বাণী:

(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ( الحديث )

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজারাখ এবং তা (নতুন চাঁদ) দেখে রোজা ছাড়।”[সহহি বুখারী (১৯০৯)ও সহহি মুসলিমি (১০৮১)]তনি আরো বলছেন:

لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ( الحديث )

“তোমরাতা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা রখে না এবং তা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা ছেড়ে দি না।”[মালকি (৬৩৫)]এবং এই অর্থরেআরো অন্যান্য দলীল।

গবষণে ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিরঅভিমিত হচ্ছ- অমুসলিমি সরকার কর্তৃক শাসতি দশে বসবাসকারী মুসলমানদেরে জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষত্রে এ ধরনরে মুসলিমি ছাত্র ইউনয়িন (অথবা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান যারা মুসলমিকমউনিটির প্রতিনিধিত্ব করে) মুসলিমি সরকাররে স্থলাভিষিক্ত হবে। ইতপূর্ববে উল্লেখতি আলোচনার পরপ্রিক্ষতি বলা যায় যে, এই ছাত্র ইউনয়িনরে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল ববিচনা করা অথবা না-করাএ দুটো অভিমিতরে যে কোন একটা



বছে নয়ের অধিকার রয়েছে। এরপর তারা বাছাইকৃত সবে অভিমতকে সবে দেশে সৰুল মুসলমিরে উপর প্রয়োগ করবনে। ছাত্র ইউনয়নরে এই সাধারণ প্রজ্ঞাপন মনে নয়ো সখোনকার মুসলমিদরে জন্য বাধ্যতামূলক- ঐক্যরে স্বার্থে, যথাসময়ে সয়াম শুরু করার স্বার্থে এবং মতভদে ও বিভিন্নত্বে এড়িয়ে চলার নমিত্তে। এ ধরনরেদেশেযোরাবাসকরতোদরে প্রত্যকেরকর্তব্য হলো- নজি নজি এলাকায়নতুনচাঁদদখে। যদি তাদরেমধ্য থেকেএকবাএকাধকি ছকি(নির্ভরযোগ্য)

ব্যক্তিনিতুনচাঁদদখেতেবতোররোজাপালনশুরু করবেএবংছাত্র ইউনয়নকেওসে সংবাদ দবিতোতোরাসবারজন্য প্রজ্ঞাপন জারী করতপোর। এই পদ্ধতিটিমাসশুরুসাব্যস্ত হওয়ারক্ষত্রে প্রযোজ্য। আর মাস শেষে হওয়ার ক্ষত্রে শাওয়াল মাসরে নতুন চাঁদ দখেছে এই মর্মে দুইজন আদলে(দ্বীনদার) ব্যক্তিসাক্ষ্য আবশ্যক হবে। অন্যথায় রমজান মাস ত্রিশদিনি পূর্ণ করত হবে। এর দলীল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামএর বাণী:

( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً )

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দখে রোজা পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দখে রোজা ছাড়। আর যদি আকাশ মঘোচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তা (নতুন চাঁদ) দখে না যায় তবে ত্রিশদিনি পূর্ণ কর।”

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।